সংবাদ

তারিখ: 23 AUG 2016 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জামায়াত পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কোচিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

গত শুক্রবার রাজধানীর মেরুল বাড্ডার ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে একাত্তরের ক্রিমিনাল সংগঠন জামায়াতের ১৮ নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। অভিযোগ রয়েছে, আটক ব্যক্তিরা উল্লিখিত স্কুলে বসে নাশকতার পরিকল্পনা করছিল। আটককৃতদের বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। জানা গেছে, উল্লিখিত স্কুলটির অধ্যক্ষ হচ্ছেন শামসুন্নাহার নিজামী। তিনি একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের দায়ে ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত জামায়াতের আমির মতিউর রহমান নিজামীর স্ত্রী। রাজধানীতে উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুটি শাখা রয়েছে। দুটো শাখাই জামায়াতের নেতাকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

জামায়াত পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে দলটির নেতাকর্মীদের আটকের খবর উদ্বেগজনক। একটি বিদ্যালয়ে ছুটির দিনে এমন একটি সংগঠনের নেতাকর্মীরা শলাপরামর্শের জন্য জড়ো হয়েছে যে সংগঠন বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী এবং যে সংগঠনের মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার সময়ের ব্যাপার মাত্র। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল জামায়াতে ইসলামীকে ক্রিমিনাল সংগঠন আখ্যা দিয়েছেন। তারা অনেক আগেই নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন হারিয়েছে। প্রকাশ্যে তৎপরতা চালাতে না পারা এ সংগঠন এখন গোপনে কার্যক্রম চালাচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, জামায়াত প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওসহ স্কুল ও কোচিংয়ের আড়ালে তারা কার্যক্রম চালাচ্ছে। জামায়াতের অনেক নেতাকর্মীর জঙ্গিবাদে সম্পৃক্ত হওয়ার খবরও রয়েছে। সম্প্রতি আটক হওয়া জঙ্গিদের অনেকে জামায়াত প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কোচিংয়ে পাঠ নিয়েছে। জামায়াত প্রতিষ্ঠিত পিস স্কুল ইতোমধ্য নানা অভিযোগে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে নতুন নামে এসব স্কুল আবার কার্যক্রম শুরু করেছে বা করতে যাচ্ছে বলে গণমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে।

জামায়াত প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কোচিং সেন্টার স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য এক বড় ঝুঁকি। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। দেশের কোথায় কতটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা কোচিং জমায়াত-শিবিরের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে তার একটা তালিকা করা জরুরি। এসব প্রতিষ্ঠান হয় বন্ধ করে দিতে হবে নয় তো রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন আনতে হবে। সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে বন্ধ করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা কোচিং যেন নতুন নামে কার্যক্রম চালাতে না পারে সেটা নিশ্চিত করা। এজন্য এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের ওপর কঠোর নজরদারি চালাতে হবে। সরকার পিস স্কুল বন্ধ ঘোষণা করলেও অনেক স্থানেই নতুন নামে স্কুল চালু করেছে। কাজেই জামায়াত পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা কোচিং বন্ধ করেই দায়িত্ব সারলে চলবে না। বিষয়টি সরকারকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। জামায়াত পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো তাদের দেশবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনার কেন্দ্র হয়ে উঠবে সেটা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না।